যুগান্তর

তারিখ .... 8 MAY 2009
পৃষ্ঠা ...... ১৬ কলাম ৩

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভেঙে দেয়ার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে সিন্ডিকেট

মুশতাক আহমদ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভেঙে দেয়ার বিরুদ্ধে দাবি ক্রমেই জোরালো হয়ে উঠছে। অন্যদিকে প্রায় ১৮শ' কলেজসহ বিশ্ববিদ্যালয়টির দশ লক্ষাধিক শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী দারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। এ অবস্থায় এবার খোদ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ই বেঁকে বসেছে। তাদের অধীনের কলেজগুলো তারা অন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে ছেড়ে দিতে রাজি নয়। এ ব্যাপারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তব্য হচ্ছে, 'পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ব্যর্থতার কারণেই ১৯৯২ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল।' সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়টির সিন্ডিকেট গঠিত কমিটি 'বিশ্ববিদ্যালয় ভেঙে' দেয়ার বিপক্ষে এই মতামত জানিয়ে দিয়েছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকার গঠিত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটিকে। বুধবার কমিটির সামনে এ ব্যাপারে মাত্র চারটি সুপারিশ সংবলিত দীর্ঘ ১১ পৃষ্ঠার রিপোর্ট দাখিল করেছেন উপাচার্য ড. কাজী শহীদুল্লাহ। রিপোর্টে বিশ্ববিদ্যালয় ভেঙে দেয়ার সিদ্ধান্ত 'আদৌ যুক্তিসঙ্গত ও বাস্তবসম্মত নয়' বলে মন্তব্য করে বলা হয়েছে, সেশনজট ও জাতীয় [illegible] বৃদ্ধি

সিন্ডিকেট : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ১

সিন্ডিকেট : বিশ্ববিদ্যালয়

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানে বৈষম্য বাড়বে। সূত্র জানায়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে গত মাসের শেষ সপ্তাহে উপাচার্যসহ তিন সদস্যের দল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎকালেও এ ব্যাপারে তার (প্রধানমন্ত্রীর) দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এদিকে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির মহাসচিব মাসুমে রব্বানী যুগান্তরকে বলেছেন, তারা ফের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যেতে চান না। অধ্যক্ষ সমিতিসহ কয়েকটি শিক্ষক সংগঠনও ইতিমধ্যে সরকারের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার দাবি জানিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ২৫ মার্চ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভেঙে দেয়ার ঘোষণা দিয়ে কলেজগুলোকে ভাগাভাগির লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে কমিটি গঠনের ঘোষণা দেয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট একটি কমিটি (১৮ এপ্রিল) গঠন করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবু সাঈদ খানকে আহ্বায়ক করে গঠিত কমিটিতে অপর উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. তোফায়েল আহমদ চৌধুরী, অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, ড. এসএম আবু রায়হান ও শহীদুর রহমান সদস্য হিসেবে ছিলেন। রিপোর্টের শুরুতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রাসঙ্গিকতা বর্ণনা শেষে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনকল্পে ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় আইনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টির পটভূমিকা আলোচনায় বলা হয়েছে, কলেজগুলোর ক্ষেত্রে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচিতে বৈষম্য, সেশনজট, মর্যাদার বৈষম্য এবং কলেজের সমস্যা সমাধানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ব্যর্থতা অন্যতম। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জনে অন্তরায় ও সফলতার ব্যাপারে বলা হয়েছে, 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আদৌ তার লক্ষ্য অর্জনে বা দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা একান্ত প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় ক্ষমতা না দিয়ে বা সামর্থ্যের যোগান না দিয়ে এতসব প্রাপ্তির প্রত্যাশা করা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত তাও ভেবে দেখা উচিত।' এ প্রসঙ্গে ক্যাম্পাসভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রায় ১৮শ' কলেজের বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ভিন্নতার কথা তুলে ধরে বলা হয়, 'কলেজগুলোর নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার বিষয়ে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে সবকিছু খতিয়ে দেখা সমীচীন।'

কমিটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য ১৬ দফা সুপারিশ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে শিক্ষক নিয়োগ, বদলি, পোস্টিং, অর্থায়ন ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়কে অন্তর্ভুক্ত, শিক্ষা সামগ্রীর জন্য অনুদান বৃদ্ধি, অধিভুক্তি প্রক্রিয়ায় শৃংখলা প্রতিষ্ঠা, একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুসরণ, পরীক্ষার জন্য আলাদা ভবন, শিক্ষকদের বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ, অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষসহ ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত, মেধাবীদের আকৃষ্ট করতে বেতন কাঠামো গঠন ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন, আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি।